একত্রিংশতি অধ্যায়

গোপীগণের বিরহ গীতি

কৃষ্ণবিরহে কাতর হয়ে যমুনাতীরে বসে গোপীরা কিভাবে কৃষ্ণ-দর্শন প্রার্থনা করেছিলেন এবং তাঁর মহিমা গান করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

যেহেতু গোপীগণ ছিলেন কৃষ্ণগত মন প্রাণ, তাই তাঁদের দিব্য বিরহ যন্ত্রণা নিয়ে তাঁরা পরস্পরের পাশে ছিলেন। কিন্তু তাঁদের ক্রন্দন, যা দুঃখের প্রমাণ রূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাঁদের দিব্য আনন্দের উন্নত অবস্থান প্রদর্শন করছিল। বলা হয় যে *"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরমানন্দ সুখ।"* অর্থাৎ যখন কেউ কোনও বৈষ্ণবকে দুঃখীর মতো আচরণ করতে দেখেন, তাঁর নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া উচিত যে, সেই বৈষ্ণব প্রকৃতপক্ষে পরম দিব্য আনন্দ লাভ করছেন। এইভাবে প্রত্যেক গোপীই তাঁদের নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে, তাঁর কৃপা প্রার্থনা করেছিলেন।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে গোপীগণের মনে কৃষ্ণলীলা জাগরিত হলে তাঁরা পরম মঙ্গলপ্রদ ও দুঃসহ কৃষ্ণবিরহ সন্তাপ উপশমকারী কৃষ্ণের গানগুলি গাইতে লাগলেন। তাঁরা গাইলেন "হে নাথ, হে কান্ত, হে কপট, আমরা যখন তোমার হাস্য, তোমার প্রেমময় দৃষ্টি ও তোমার বাল্যসখাগণ সহ লীলাগুলি স্মরণ করি, তখন আমরা আকুল হয়ে উঠি। তোমার গোধূলি-ধূসরিত কৃষ্ণবর্ণের কুন্তলাবৃত মুখপদ্ম স্মরণ হলে আমরা অব্যর্থভাবে তোমার প্রতি আসক্ত হয়ে উঠি। আবার যখন তোমার কোমল চরণে বনে বনে গাভীদের পেছনে ভ্রমণলীলা স্মরণ করি, আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠি।"

তাঁদের কৃষ্ণবিরহে গোপীরা ক্ষণকালকেও একটি যুগ বলে মনে করছিলেন। এমন কি ইতিপূর্বে তাঁরা যখন কৃষ্ণকে দর্শন করতেন, তখন নিমেষকাল তাঁকে দর্শনের বাধার জন্য চোখের পলক ফেলাও অসহ্য মনে হত।

গোপীরা কৃষ্ণের প্রতি যে ভাবাবেগ প্রকাশ করেন, তা প্রাকৃত কামসদৃশ মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় ইন্দ্রিয়সমূহের সন্তুষ্টির জন্য তাঁদের শুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। গোপীদের এই সকল ভাবপ্রকাশে লেশমাত্রও কাম নেই।

শ্লোক ১

গোপ্য ঊচুঃ

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি ।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥ ১ ॥

গোপ্যঃ ঊচুঃ—গোপীরা বললেন; জয়তি—জয়যুক্ত হয়েছে; তে—তোমার; অধিকম্—অধিক; জন্মনা—জন্মের দ্বারা; ব্রজঃ—ব্রজভূমি; শ্রয়তে—বাস করেন; ইন্দিরা—ভাগ্যদেবী, লক্ষ্মী; শশ্বৎ—নিত্য; অত্র—এখানে; হি—বস্তুত; দয়িত—হে প্রিয়; দৃশ্যতাম্—তুমি দর্শন দাও; দিক্ষু—চতুর্দিকে; তাবকাঃ—তোমার (ভক্তবৃন্দ); ত্বয়ি—তোমার জন্যই; ধৃত—ধারণ করছে; অসবঃ—তাদের প্রাণবায়ু; ত্বাম্—তোমাকে; বিচিন্বতে—তারা অন্বেষণ করছে।

অনুবাদ

গোপীরা বললেন—হে দয়িত, তোমার জন্ম ব্রজভূমিকে অত্যন্ত মহিমাময় করে তুলেছে, আর তাই ভাগ্যদেবী ইন্দিরা এখানে সর্বদা বিরাজ করেন। কেবলমাত্র তোমারই জন্য, আমরা, তোমার অনুগত দাসীরা, আমাদের জীবন ধারণ করছি। আমরা তোমাকে সর্বত্র অন্বেষণ করছি, দয়া করে আমাদের তুমি দর্শন দাও।

তাৎপর্য

যাঁরা সংস্কৃত শ্লোক পাঠের শৈলীর সঙ্গে পরিচিত, বিশেষত তাঁরা এই অধ্যায়ের অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃত কবিতা হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হবেন। শ্লোকগুলির কাব্যিক মান অসাধারণ সুন্দর এবং অধিকাংশ শ্লোকেরই প্রথম ও সপ্তম অক্ষরটি একই ব্যঞ্জন বর্ণ বা ধ্বনি দ্বারা শুরু হয়েছে, ঠিক যেমন শ্লোকের চারটি পংক্তিরই দ্বিতীয় অক্ষরটি একই ব্যঞ্জনবর্ণের।

শ্লোক ২

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ-
সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা ।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥ ২ ॥

শরৎ—শরৎ ঋতু; **উদ-আশয়ে**—জলাশয়ে; **সাধু**—চমৎকারভাবে; **জাত**—বিকশিত; **সৎ**—সুন্দর; **সরসি-জ**—পদ্ম ফুলের; **উদর**—মধ্যে; **শ্রী**—সৌন্দর্য; **মুষা**—যা অতিক্রম করে; **দৃশা**—তোমার দৃষ্টি দ্বারা; **সুরতনাথ**—হে প্রেমনাথ; **তে**—তোমার; **অশুল্ক**—বিনামূল্যে প্রাপ্ত; **দাসিকাঃ**—দাসীগণ; **বরদ**—হে অভীষ্টপ্রদ; **নিঘ্নতঃ**—তুমি, যে বধ করছ; **ন**—না; **ইহ**—এই জগতে; **কিম্**—কেন; **বধঃ**—হত্যা।

অনুবাদ

হে সুরতনাথ, তোমার দৃষ্টির সৌন্দর্য শরৎকালীন সরোবরে সুজাত বিকশিত কমলগর্ভের সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে। হে অভীষ্টপ্রদ, নিজেদের যারা বিনামূল্যে তোমার কাছে সমর্পণ করেছে সেই দাসীদের তুমি বধ করছ। এটা কি বধ নয়?

তাৎপর্য

শরৎকালে কমলগর্ভ বিশেষ সৌন্দর্যে প্রকাশিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণের দৃষ্টিপাতের সৌন্দর্য সেই অনুপম সুন্দরতাকেও অতিক্রম করে।

শ্লোক ৩

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্
বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্
ঋষভ! তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥ ৩ ॥

বিষ—বিষাক্ত; **জল**—জল দ্বারা (কালীয় দ্বারা দূষিত যমুনার জল); **অপ্যয়াৎ**—বিনাশ থেকে; **ব্যাল**—ভয়ঙ্কর; **রাক্ষসাৎ**—অসুর (অঘ) থেকে; **বর্ষ**—বর্ষণ থেকে (ইন্দ্র প্রেরিত); **মারুতাৎ**—এবং ঘূর্ণাবর্ত (তৃণাবর্ত দ্বারা সৃষ্ট); **বৈদ্যুত-অনলাৎ**—বজ্র হতে (ইন্দ্রের); **বৃষ**—বৃষ হতে (অরিষ্টাসুর); **ময়া-আত্মজাৎ**—ময় পুত্র হতে (ব্যোমাসুর); **বিশ্বতঃ**—সমস্ত; **ভয়াৎ**—ভয়; **ঋষভ**—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ; **তে**—তোমার দ্বারা; **বয়ম্**—আমরা; **রক্ষিতাঃ**—রক্ষিত হয়েছি; **মুহুঃ**—বার বার।

অনুবাদ

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি বারবার আমাদের সর্বপ্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন—বিষাক্ত জল থেকে, ভয়ঙ্কর নরখাদক অঘ থেকে, প্রচণ্ড বর্ষণ থেকে, তৃণাবর্তাসুর থেকে, ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর বজ্র থেকে, বৃষাসুর থেকে এবং ময় দানবের পুত্রের থেকে।

তাৎপর্য

এখানে গোপীরা ইঙ্গিত করছেন, "হে কৃষ্ণ, তুমি আমাদের প্রভূত ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে রক্ষা করেছ, আর এখন তোমার বিরহে আমরা মরে যাচ্ছি, তুমি কি আমাদের আবার রক্ষা করবে না?" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, কৃষ্ণ যদিও তখনও পর্যন্ত অরিষ্ট ও ব্যোম্ এই দুই অসুরকে বধ করেননি, কিন্তু গোপীরা এই দুই অসুরের বধের কথা উল্লেখ করেছেন, তার কারণ—তিনি যে ভবিষ্যতে তাদের বধ করবেন তা সুবিদিত ছিল। গর্গমুনি ও ভাগুরি ঋষি ভগবানের জন্মের সময় এই কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

শ্লোক ৪

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্ ।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ ৪ ॥

ন—না; খলু—বস্তুত; গোপিকা—গোপী, যশোদা; নন্দনঃ—পুত্র; ভবান্—তুমি কেবল; অখিল—সমস্ত; দেহিনাম্—দেহধারী জীবেরা; অন্তঃ-আত্ম—অন্তর্চেতনার; দৃক্—সাক্ষী; বিখনসা—ব্রহ্মার দ্বারা; অর্থিতঃ—প্রার্থিত; বিশ্ব—ব্রহ্মাণ্ডের; গুপ্তয়ে—রক্ষার জন্য; সখে—হে সখে; উদেয়িবান্—তুমি উদিত হয়েছ; সাত্বতাম্—সাত্বতগণের; কুলে—বংশে।

অনুবাদ

হে সখে, তুমি কেবল গোপী যশোদারই পুত্র নও, পরন্তু সকল প্রাণীর অন্তর্যামী সাক্ষী স্বরূপ। যেহেতু ব্রহ্মা তোমাকে ব্রহ্মাণ্ড রক্ষার্থে অবতীর্ণ হতে প্রার্থনা করেছিলেন, তুমি তাই এখন সাত্বত বংশে অবতীর্ণ হয়েছ।

তাৎপর্য

গোপীগণ এখানে ইঙ্গিত করছেন, "যেহেতু তুমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড রক্ষার জন্য অবতীর্ণ হয়েছ, তা হলে কিভাবে তুমি আপন ভক্তদের অবহেলা করতে পার?"

শ্লোক ৫

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥ ৫ ॥

বিরচিত—সৃষ্ট; অভয়ম্—অভয়; বৃষ্ণি—বৃষ্ণি বংশের; ধূর্য—হে শ্রেষ্ঠ; তে—তোমার; চরণম্—পাদদ্বয়; ঈয়ুষাম্—শরণপ্রাপ্ত প্রাণীগণ; সংসৃতেঃ—সংসার; ভয়াৎ—ভয়ে; কর—তোমার হাত; সরঃ-রুহম্—পদ্মসদৃশ; কান্ত—হে প্রেমিক; কাম—আকাঙ্ক্ষাসমূহ; দম্—পূর্ণকারী; শিরসি—মস্তকে; ধেহি—স্থাপন করুন; নঃ—আমাদের; শ্রী—ভাগ্যদেবী, লক্ষ্মীর; কর—হাত; গ্রহম্—গ্রহণ করেছ।

অনুবাদ

হে বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ, তোমার পদ্মসদৃশ হস্ত যা লক্ষ্মীদেবীর করদ্বয় গ্রহণ করেছে, যা সংসার ভয়ে ভীত তোমার পাদপদ্মের শরণাগতদের অভয় দান করে থাকে, হে কান্ত, সেই আকাঙ্ক্ষা-পূরণকারী করপদ্ম আমাদের মস্তকে স্থাপন কর।

শ্লোক ৬

ব্রজজনার্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত ।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৬ ॥

ব্রজ-জন—বৃন্দাবনের মানুষদের; আর্তি—দুঃখ; হন্—বিনাশকারী; বীর—হে বীর; যোষিতাম্—স্ত্রীগণের; নিজ—নিজ; জন—জনের; স্ময়—গর্ব; ধ্বংসন—বিনাশকারী; স্মিত—যাঁর হাস্য; ভজ—দয়া করে গ্রহণ কর; সখে—সে সখে; ভবৎ—তোমার; কিঙ্করীঃ—দাসী; স্ম—বস্তুত; নঃ—আমাদের; জল-রুহ—পদ্ম; আননম্—তোমার বদন; চারু—সুন্দর; দর্শয়—দয়া করে দর্শন করাও।

অনুবাদ

হে ব্রজজনের দুঃখ-বিনাশক, হে নারীজাতির বীরপুরুষ, তোমার হাস্য ভক্তগণের গর্ব নাশ করে। হে সখে, দয়া করে তোমার দাসীরূপে আমাদের গ্রহণ করে তোমার সুন্দর বদন কমল দর্শন করাও।

শ্লোক ৭

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্ ।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্ ॥ ৭ ॥

প্রণত—যারা তোমার শরণাগত; **দেহিনাম্**—প্রাণীগণের; **পাপ**—পাপ; **কর্ষণম্**—নাশন; **তৃণ**—ঘাস; **চর**—যিনি চারণ করেন (গাভী); **অনুগম্**—অনুগমন করে; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবী; **নিকেতনম্**—ধাম; **ফণি**—সর্পের (কালিয়); **ফণা**—মস্তকের উপরে; **অর্পিতম্**—স্থাপিত; **তে**—তোমার; **পদ-অম্বুজম্**—পাদপদ্মদ্বয়; **কৃণু**—দয়া করে রাখ; **কুচেষু**—স্তনদেশে; **নঃ**—আমাদের; **কৃন্ধি**—ছেদন কর; **হৃৎ-শয়ম্**—আমাদের হৃদয়ের।

অনুবাদ

তোমার পাদপদ্মদ্বয় শরণাগত সকল প্রাণীর পাপ বিনাশ করে। সেই পদদ্বয় তৃণচর গাভীর অনুগমন করে এবং তা লক্ষ্মীদেবীর নিত্য আবাস। তুমি একবার কালিয় নাগের ফণায় সেই পদদ্বয় স্থাপন করেছিলে, দয়া করে সেই পদদ্বয় আমাদের স্তনদেশে অর্পণ করে আমাদের হৃদয়ের কাম ছেদন কর।

তাৎপর্য

তাঁদের আবেদনে গোপীরা স্পষ্ট বলছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম শরণাগত জীবের সকল পাপ বিনাশ করে। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি গোচারণের জন্য চারণভূমিতেও গমন করেন আর এইভাবে তাঁর পাদপদ্ম তৃণ মধ্যে তাদের অনুগমন করে। তিনি লক্ষ্মীদেবীকে তাঁর পাদপদ্ম অর্পণ করেছেন এবং কালিয় নাগের মাথায় পদদ্বয় স্থাপন করেছিলেন। সুতরাং এই সমস্ত কিছু বিবেচনা করে গোপীদের অভিলাষ পূরণের জন্য তাঁর পদদ্বয় গোপীদের বক্ষদেশে স্থাপন করা ভগবানের উচিত। গোপীদের যুক্তি তাঁরা এখানে প্রদর্শন করেছেন।

শ্লোক ৮

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতীর্
অধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥ ৮ ॥

মধুরয়া—সুমধুর; **গিরা**—তোমার কণ্ঠ দ্বারা; **বল্গু**—মনোহর; **বাক্যয়া**—পদাবলী দ্বারা; **বুধ**—বিদগ্ধজনের; **মনোজ্ঞয়া**—চিত্তাকর্ষক; **পুষ্কর**—পদ্ম; **ঈক্ষণ**—লোচন; **বিধিকরীঃ**—দাসীগণ; **ইমাঃ**—এই সকল; **বীর**—হে বীর; **মুহ্যতীঃ**—মোহগ্রস্ত হয়ে উঠছি; **অধরা**—তোমার ওষ্ঠদ্বয়; **সীধুনা**—অমৃতময়; **আপ্যায়য়স্ব**—সঞ্জীবিত কর; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

হে পদ্মলোচন, তোমার সুমধুর কণ্ঠস্বর ও মনোহর পদাবলী যা বিদগ্ধজনের মন আকর্ষণ করে, তা আমাদের ক্রমশ বিমোহিত করছে। হে আমাদের প্রিয় বীর, দয়া করে তোমার দাসীগণকে তোমার অধরামৃতে সঞ্জীবিত কর।

শ্লোক ৯

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।
শ্রবণমঙ্গলম্ শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৯ ॥

তব—তোমার; কথামৃতম্—কথারূপ অমৃত; তপ্তজীবনম্—বিরহ তাপক্লিষ্টদের প্রাণস্বরূপ; কবিভিঃ—মহান উন্নত ব্যক্তিদের দ্বারা; ঈড়িতম্—আরাধিত; কল্মষাপহম্—সবরকম পাপ দূর করে; শ্রবণ মঙ্গলম্—শ্রবণকারীর সর্ববিধ মঙ্গল সাধন করে; শ্রীমৎ—সর্ববিধ পারমার্থিক শক্তি সমন্বিত; আততম্—সারা জগৎ জুড়ে প্রচার করে; ভুবি—জড় জগতে; গৃণন্তি—কীর্তন করেন এবং প্রচার করেন; যে—যাঁরা; ভূরিদাঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা; জনাঃ—ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

হে প্রভু, বহু জন্মের বহু সুকৃতিকারী মানুষেরা জগতে এসে, তোমার প্রেমতপ্ত ব্যক্তিদের জীবনস্বরূপ, কবিদের সঙ্গীত, কলুষনাশী, শ্রবণমঙ্গল, সর্বতাপক্লিষ্ট, সর্বব্যাপক তোমার কথামৃত সারা জগৎ জুড়ে প্রচার করেন। তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

তাৎপর্য

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে রাজা প্রতাপরুদ্র এই শ্লোকটি আবৃত্তি করেছিলেন। মহাপ্রভু যখন একটি উদ্যানে বিশ্রাম করছিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র বিনীতভাবে সেখানে প্রবেশ করে তাঁর পাদপদ্মদ্বয় মর্দন করতে শুরু করলেন। অতঃপর রাজা *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধের একত্রিংশ অধ্যায়ের এই গোপী গীতটি আবৃত্তি করলেন। *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, চৈতন্য মহাপ্রভু যখন এই শ্লোকের শুরুটি *তব কথামৃতম্* শ্রবণ করলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি প্রেমভাবে উত্থিত হয়ে রাজা প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করলেন। ঘটনাটি *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে* (মধ্য ১৪/৪-১৮) বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং শ্রীল প্রভুপাদ এই বিষয়ে বিশদ ভাষ্য প্রদান করেছেন।

শ্লোক ১০

প্রহসিতং প্রিয়প্রেমবীক্ষণং
বিহরণং চ তে ধ্যানমঙ্গলম্ ।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥ ১০ ॥

প্রহসিতম্—হাস্য; প্রিয়—প্রিয়; প্রেম—প্রেমময়; বীক্ষণম্—দৃষ্টি; বিহরণম্—অন্তরঙ্গ লীলাসমূহ; চ—এবং; তে—তোমার; ধ্যান—ধ্যান দ্বারা; মঙ্গলম্—পবিত্র; রহসি—নির্জন স্থানে; সংবিদঃ—কথোপকথন; যাঃ—যা; হৃদি—হৃদয়; স্পৃশঃ—স্পর্শকারী; কুহক—হে কপট; নঃ—আমাদের; মনঃ—মন; ক্ষোভয়ন্তি—ক্ষুব্ধ করছে; হি—বস্তুত।

অনুবাদ

তোমার হাস্য, তোমার মধুর প্রীতিময় দৃষ্টি, অন্তরঙ্গ লীলাসমূহ, তোমার সঙ্গে উপভোগ করা ব্যক্তিগত কথাগুলি—এই সমস্ত কিছুই নিবিষ্ট চিত্তে স্মরণ করা মঙ্গলজনক আর তা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। কিন্তু একই সঙ্গে হে কপট, তা আমাদের মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করে।

শ্লোক ১১

চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্ ।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ ১১ ॥

চলসি—তুমি গমন কর; যৎ—যখন; ব্রজাৎ—ব্রজ হতে; চারয়ন্—চারণ করতে করতে; পশূন্—পশুদের; নলিন—পদ্ম ফুলের চেয়েও; সুন্দরম্—অধিক সুন্দর; নাথ—হে নাথ; তে—তোমার; পদম্—পদদ্বয়; শিল—শস্যের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ; তৃণ—ঘাস; অঙ্কুরৈঃ—অঙ্কুরে; সীদতি—ক্লেশ অনুভব করে; ইতি—এমন মনে করে; নঃ—আমরা; কলিলতাম্—ব্যথিত; মনঃ—আমাদের মন; কান্ত—হে প্রেমিক; গচ্ছতি—বিচলিত হয়।

অনুবাদ

হে নাথ, হে কান্ত, তুমি যখন গোষ্ঠ ত্যাগ করে গোচারণে গমন কর, তখন কমলের চেয়েও মনোহর তোমার পাদদ্বয় তীক্ষ্ণ শস্যের শিষ ও রুক্ষ তৃণ, অঙ্কুরে ক্লিষ্ট হতে পারে, এই ভাবনায় আমাদের মন বিচলিত থাকে।

শ্লোক ১২

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈর্
বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্ ।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহুর্
মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ১২ ॥

দিন—দিনের; পরিক্ষয়ে—অবসানে; নীল—নীল; কুন্তলৈঃ—কেশপাশ; বনরুহ—কমল; আননম্—বদন; বিভ্রৎ—ধারণ করে; আবৃতম্—আবৃত; ঘন—ঘন; রজস্বলম্—ধূলিধূসরিত; দর্শয়ন—প্রদর্শন করে; মুহুঃ—পুনঃ পুনঃ; মনসি—মনে; নঃ—আমাদের; স্মরম্—স্মৃতি; বীর—হে বীর; যচ্ছসি—অর্পণ কর।

অনুবাদ

দিনের শেষে ধূলিধূসরিত ঘন-নীল কুন্তলাবৃত তোমার বদন-কমলখানি পুনঃ পুনঃ আমাদের প্রদর্শন করে, হে বীর, তুমি আমাদের মনে স্মৃতির বেদনা উৎপন্ন কর।

শ্লোক ১৩

প্রণতকামদং পদ্মজার্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি ।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্ ॥ ১৩ ॥

প্রণত—যারা অবনত হয়; কাম—বাঞ্ছা; দম্—পূর্ণকারী; পদ্মজ—শ্রীব্রহ্মার দ্বারা; অর্চিতম্—আরাধিত; ধরণি—পৃথিবীর; মণ্ডনম্—ভূষণ; ধ্যেয়ম্—ধ্যানের যথার্থ বিষয়; আপদি—আপৎকালে; চরণ-পঙ্কজম্—চরণকমল; শম-তমম্—পরম সুখদায়ক; চ—এবং; তে—তোমার; রমণ—হে প্রেমিক; নঃ—আমাদের; স্তনেষু—স্তনে; অর্পয়—অর্পণ কর; আধি-হন্—হে দুঃখহারী।

অনুবাদ

ব্রহ্মার আরাধিত তোমার পাদপদ্ম সকল প্রণতজনের আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী। পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ পরম সুখদায়ক তাঁরা আপৎকালে ধ্যানের যথার্থ বিষয়। হে রমণ, হে দুঃখহারী, দয়া করে সেই পাদপদ্ম আমাদের স্তনে অর্পণ কর।

শ্লোক ১৪

সুরতবর্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্ ।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥ ১৪ ॥

সুরত—মাধুর্য-সুখ; বর্ধনম্—বর্ধনকারী; শোক—শোক; নাশনম্—বিনাশকারী; স্বরিত—শব্দায়মান; বেণুনা—তোমার বাঁশির দ্বারা; সুষ্ঠু—প্রচুররূপে; চুম্বিতম্—চুম্বিত; ইতর—অন্য; রাগ—আসক্তিসমূহ; বিস্মারণম্—বিস্মৃতির কারণ হয়; নৃণাম্—মানুষের; বিতর—দয়া করে বিতরণ কর; বীর—হে বীর; নঃ—আমাদের; তে—তোমার; অধর—ওষ্ঠ; অমৃতম্—অমৃত।

অনুবাদ

হে বীর, দয়া করে তোমার মাধুর্য সুখবর্ধক ও শোকবিনাশক অধরামৃত আমাদের বিতরণ কর। সেই অমৃত মানুষের অন্য আসক্তির বিস্মরণ ঘটায় এবং তোমার ধ্বনিত বেণুর দ্বারা সুষ্ঠুভাবে তা আস্বাদন করা যায়।

তাৎপর্য

গোপীগণ ও কৃষ্ণের মধ্যে সংলাপ রূপে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের সুন্দর ভাষ্য প্রদান করেছেন—

"গোপীগণ বললেন, 'হে কৃষ্ণ, তুমি ঠিক সর্বোত্তম চিকিৎসক ধন্বন্তরির মতো তাই দয়া করে আমাদের কিছু ঔষধ দাও, কারণ আমরা তোমার কামনার আবেগ জনিত ব্যাধিতে কষ্টভোগ করছি। আমরা কোনও মহার্ঘ মূল্য প্রদান না করলেও তোমার ঔষধরূপ অধরামৃত আমাদের বিনামূল্যে দিতে দ্বিধা কর না। যেহেতু তুমি মহান দানবীর, তাই একান্ত নিকৃষ্ট ব্যক্তিদেরও তা বিনামূল্যে তোমার প্রদান করা উচিত। বিবেচনা করে দেখ যে, আমরা আমাদের প্রাণ হারাচ্ছি, আর এখন তুমিই সেই অমৃত আমাদের দান করার মাধ্যমে আমাদের জীবন প্রত্যর্পণ করতে পার। যদিও, ইতিমধ্যে তোমার বাঁশিকে তুমি তা দান করেছ, যা কেবল একটি ফাঁপা বংশ-দণ্ড মাত্র।'

"কৃষ্ণ বললেন, 'কিন্তু এই জগতের মানুষেরা ধন, অনুগামী পরিবার এবং আরও নানা আসক্তিরূপ পথ্যে অভ্যস্ত। যে নির্দিষ্ট ঔষধটি তোমরা অনুরোধ করছ, সেটি তাদের দেওয়া উচিত নয় যাদের এই ধরনের পথ্য রয়েছে।'

" 'কিন্তু এই ঔষধটি মানুষের অন্য সব আসক্তিই ভুলিয়ে দেয়। এই ভেষজ ঔষধটি এমনই অপূর্ব যে, তা কুপথ্য অভ্যাসকে প্রতিরোধ করে। হে বীর, যেহেতু তুমি পরম দানশীল, দয়া করে আমাদের সেই অমৃত প্রদান কর।' "

শ্লোক ১৫

অটতি যদ্ ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্ ।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখং চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্ ॥ ১৫ ॥

অটতি—ভ্রমণ কর; **যৎ**—যখন; **ভবান্**—তুমি; **অহ্নি**—দিবসকালে; **কাননম্**—বনে; **ত্রুটি**—ক্ষণকাল (১ সেকেণ্ডের ১/১৭০০ সময় প্রায়); **যুগায়তে**—এক যুগ বলে মনে হয়; **ত্বাম্**—তোমাকে; **অপশ্যতাম্**—না দেখে; **কুটিল**—কুঞ্চিত; **কুন্তলম্**—কেশপাশ; **শ্রী**—সৌন্দর্য; **মুখম্**—মুখ; **চ**—এবং; **তে**—তোমার; **জড়**—মন্দ; **উদীক্ষতাম্**—যারা তোমাকে আগ্রহভরে নিরীক্ষণ করে; **পক্ষ্ম**—পাতা; **কৃৎ**—স্রষ্টা; **দৃশাম্**—চোখের।

অনুবাদ

দিবাভাগে তুমি যখন বনে গমন কর, তোমাকে দেখতে না পেয়ে ক্ষণকালও আমাদের জন্য এক যুগ হয়ে ওঠে। এমন কি যখন তোমার সুন্দর কুঞ্চিত কুন্তলযুক্ত মুখমণ্ডল আগ্রহভরে নিরীক্ষণ করি, মন্দ বিধাতার সৃষ্ট আমাদের চোখের পাতার দ্বারা, আমাদের আনন্দ বিঘ্নিত হয়।

শ্লোক ১৬

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্
অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ১৬ ॥

পতি—স্বামী; **সুত**—পুত্র; **অন্বয়**—পূর্বপুরুষ; **ভ্রাতৃ**—ভাই; **বান্ধবান্**—ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন; **অতিবিলঙ্ঘ্য**—সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে; **তে**—তোমার; **অন্তি**—উপস্থিতিতে; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **আগতাঃ**—আগমন করেছি; **গতি**—আমাদের আগমনের; **বিদঃ**—যে কারণসমূহ অবগত; **তব**—তোমার; **উদ্‌গীত**—উচ্চগীত (বাঁশির) দ্বারা; **মোহিতাঃ**—মোহিত; **কিতব**—হে শঠ; **যোষিতঃ**—স্ত্রী; **কঃ**—কে; **ত্যজেৎ**—পরিত্যাগ করবে; **নিশি**—রাত্রিতে।

অনুবাদ

হে অচ্যুত, তুমি ভাল করেই জান—কেন আমরা এখানে এসেছি। তোমার মতো শঠ ছাড়া আর কেউ বা তাঁর বাঁশির উচ্চ-গীতে মোহিত হয়ে মধ্যরাত্রিতে আগত যুবতী নারীদের পরিত্যাগ করবে? কেবল তোমাকে দর্শন করার জন্যই আমাদের পতি, পুত্র, গুরুজন, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে সম্পূর্ণরূপে আমরা অগ্রাহ্য করেছি।

শ্লোক ১৭

রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্ ।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥ ১৭ ॥

রহসি—একান্তে; **সংবিদম্**—গোপন আলাপ; **হৃৎ-শয়**—হৃদয়ের কামনার; **উদয়ম্**—উদয়; **প্রহসিত**—হাস্য; **আননম্**—মুখ; **প্রেম**—প্রেমময়; **বীক্ষণম্**—দৃষ্টিপাত; **বৃহৎ**—বিশাল; **উরঃ**—বক্ষ; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **ধাম**—আবাসস্থল; **তে**—তোমার; **মুহুঃ**—পুনঃ পুনঃ; **অতি**—অতিশয়; **স্পৃহা**—স্পৃহা; **মুহ্যতে**—মোহিত হচ্ছে; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

আমরা যখন তোমার সঙ্গে একান্তে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের কথাগুলি মনে করি, তখন আমাদের মন বার বার মোহিত হতে থাকে, আমাদের হৃদয়ে কামের উদয় অনুভব করি আর তোমার হাস্য মুখ, তোমার প্রেমময় দৃষ্টি, ও লক্ষ্মীদেবীর বিশ্রামস্থল তোমার বিশাল বক্ষকে মনে করি। এইভাবে তোমার প্রতি আমাদের অতিশয় স্পৃহা জন্মায়।

শ্লোক ১৮

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গতে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্ ।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিষূদনম্ ॥ ১৮ ॥

ব্রজ-বন—ব্রজের বনে; **ওকসাম্**—যারা বাস করে; **ব্যক্তিঃ**—অভিব্যক্তি; **অঙ্গ**—প্রিয়; **তে**—তোমার; **বৃজিন**—দুঃখের; **হন্ত্রি**—বিনাশক; **অলম্**—অতিশয়; **বিশ্ব-মঙ্গলম্**—সর্ব মঙ্গলময়; **ত্যজ**—দয়া করে প্রদান কর; **মনাক্**—কিঞ্চিৎ; **চ**—এবং; **নঃ**—আমাদের; **ত্বৎ**—তোমার জন্য; **স্পৃহা**—স্পৃহায়; **আত্মনাম্**—যার মন পূর্ণ; **স্ব**—তোমার নিজ; **জন**—ভক্তগণ; **হৃদ্**—হৃদয়ে; **রুজাম্**—রোগের; **যৎ**—যা; **নিষূদনম্**—যা প্রতিকার করে।

অনুবাদ

হে প্রিয়, তোমার সর্ব মঙ্গলময় আবির্ভাব ব্রজবাসীদের দুঃখবিনাশক। আমাদের মন তোমার সঙ্গ সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করে। দয়া করে আমাদের কিঞ্চিৎ সেই ঔষধ প্রদান কর যা তোমার ভক্তের হৃদয়ের ব্যাধির প্রতিকার করে।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে, গোপীগণ বার বার কৃষ্ণকে তাঁর পাদপদ্মদ্বয় তাঁদের স্তনে স্থাপন করার জন্য বিনীত অনুরোধ করেছিলেন। গোপীগণ জাগতিক কামনার শিকার ছিলেন না বরং তাঁরা ভগবানের শুদ্ধ প্রেমে মগ্ন থাকতেন আর এইভাবে তাঁদের সুন্দর স্তনদ্বয় ভগবানকে অর্পণ করে তাঁর পাদপদ্মের সেবা করতে চেয়েছিলেন। জাগতিক ব্যক্তিবর্গ, যারা জড় যৌন আকাঙ্ক্ষার শিকার, কখনই হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হবে না যে, কিভাবে এইসব মাধুর্যময় সম্পর্ক শুদ্ধ চিন্ময় স্তরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আর সেইটিই জড়বাদীদের মহা-দুর্ভাগ্য।

শ্লোক ১৯

যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ১৯ ॥

যৎ—যার; **তে**—তোমার; **সুজাত**—সুকুমার; **চরণ-অম্বু-রুহম্**—চরণ কমল; **স্তনেষু**—স্তনে; **ভীতাঃ**—ভীতা; **শনৈঃ**—মৃদুভাবে; **প্রিয়**—হে প্রিয়; **দধীমহি**—আমরা স্থাপন করি; **কর্কশেষু**—কর্কশ; **তেন**—তাদের দ্বারা; **অটবীম্**—পথ; **অটসি**—তুমি ভ্রমণ কর; **তৎ**—তারা; **ব্যথতে**—ব্যথিত হয়; **ন**—না; **কিম্ স্বিৎ**—আমরা বিস্মিত হই; **কূর্প আদিভিঃ**—ছোট ছোট পাথরকুচি ইত্যাদির দ্বারা; **ভ্রমতি**—চঞ্চলভাবে গমন করে; **ধীঃ**—মন; **ভবৎ-আয়ুষাম্**—তুমি যাদের জীবন, তাদের; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

হে প্রিয়, তোমার সুকোমল চরণকমল আহত হবে, এই আশঙ্কায় তা আমরা আমাদের কঠিন স্তনে অত্যন্ত সন্তর্পণে ধারণ করি। তুমি আমাদের জীবন স্বরূপ, তাই বনচারণের সময় পাথরকুচির আঘাতে তোমার সুকোমল চরণযুগল আহত হতে পারে, এই আশঙ্কায় আমাদের চিত্ত উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির অনুবাদ শ্রীল প্রভুপাদের *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* (আদিলীলা ৪/১৭৩) থেকে নেওয়া হয়েছে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'গোপীগণের বিরহ গীতি' নামক একত্রিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।